মেহেরপুর গাংনীতে নদীতে নিখোঁজ তামিমের মরদেহ উদ্ধার

অবশেষে মেহেরপুরের গাংনীর পীরতলা মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ তামিম হোসেনের (১০) মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরী দল।

সোমবার বিকাল ৪ টায় উপজেলার মাথাভাঙ্গা নদীর উপর নির্মানাধীন বেতবাড়িয়া-মধুখালি ব্রীজের কাছ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

বামুন্দী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ভারপ্রাপত কর্মকর্তা ইছাহাক আলী জানান,ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরী দল দীর্ঘ প্রায় ১০ ঘন্টার সন্ধান করার পর মাথাভাঙ্গা নদীর উপর নির্মানাধীন বেতবাড়িয়া-মধুখালি ব্রীজের কাছ থেকে তামিমের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ডুবুরী দলের প্রধান ডিএডি মো: শরিফুল ইসলাম জানান, নদীতে পানি বেশি ও স্রোত থাকার কারনে তামিমের মরদেহ ঘটনাস্থল থেকে অন্তত ৫ কিলোমিটার দুরে ভেসে যায়।

তার মরদেহ নির্মানাধীন একটি ব্রীজের কাছে আটকিয়ে যাওয়ার কারনে লাশ বেশি দুরে যেতে পারেনি। তামিমের মরদেহ তার স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য: রবিবার দুপুর ২ টায় উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের পীরতলা গ্রামের মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে নিখোঁজ হয় তামিম।

নিখোঁজ তামিম হোসেন কাজিপুর বুড়িপুতা এলাকার কাবের হোসেনের ছেলে।

আলমডাঙ্গায় করোনায় মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় করোনায় মারা গেলেন মুক্তিযোদ্ধা সার্জেন্ট (অবঃ) আহসান আলী মৃধা (ইন্নালিল্লাহি অইন্নাইলাইহি রাজিউন)। তিনি সোমবার সকালে যশোর সিএমএইচ‘এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন।

সোমবার দুপুরে নিহতের লাশ আলমডাঙ্গা দারুস সালাম ঈদগাহ ময়দানে আনা হয়। এখানে জেলা পুলিশের একটি চৌকশ দল তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করে। এরপর স্থানীয় প্রশাসন ও ইসলামী ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে দারুস সালাম কবরস্থানে তামে সমাহিত করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, সহকারী কমিশনার (ভুমি) হুমায়ুন কবীর, থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জব্বার ও ইসলামী ফাউন্ডেশনের মৌলানা ওমর ফারুক।

মৃত্যুকালে আহসান মৃধার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করণে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সাড়াশি অভিযান

মেহেরপুরে করোনা প্রতিরোধে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় সাড়াশি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করণ এই অভিযানে মাস্ক না পরায় অনেককেই জরিমানাও করা হয়েছে। সেই সাথে পথচারি, বিভিন্ন দোকানগুলোতে এবং যানবাহন চলাচলের

ক্ষেত্রে জরিমানার পাশাপাশি সতর্ক করেও দেওয়া হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে প্রায় তিন দফা স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতে জেলা প্রশাসন থেকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কতৃক অভিযান পরিচালনা করা হয়। দুপুরের অভিযানে মাস্ক না পরার অপরাধে ৪ জনের কাছ থেকে ১ হাজার ৫শ ৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহাদুদুল হাসান এর নেতৃত্বে শহরের বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করণের জন্য অভিযান পরিচালিত হয়। এসময় মেহেরপুর বড় বাজারের চাউল ব্যবসায়ী আমজাদ হোসেনের আটশত টাকা,আবুল গার্মেন্টসের চারশত টাকা, লিয়াকত সাইকেল স্টোর কে দেড়শত টাকা এবং সামীর স্টোর কে দুই শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পাশাপাশি বেশ কিছু দোকানদার ও পথচারিকে তাদেরই টাকাই মাস্ক কিনে পরিয়ে দেওয়া হয়।

অভিযান পরিচালনাকালে নির্বাহী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহাদুদুল হাসান বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে হলে মাস্ক পরিধান করতে হবে। যারা মেহেরপুর শহরের ভিতরে মাস্ক ছাড়া চলাচল করছে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে এবং কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন থেকে সকালে দুপুরে বিকালে প্রয়োজন বোধে রাতেও ভ্রাম্যমান আদালত চালানো হবে। করোনা প্রতিরোধে জন সচেতনতা তৈরির লক্ষে আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেপ্র/এমএফআর

তালাক দেওয়ায় স্ত্রীকে পিটিয়ে জখম করলেন কাউন্সিলর রিপন

তালাক দেওয়ায় স্ত্রীকে পিটিয়ে জখম করলেন মেহেরপুর পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সৈয়দ মঞ্জুরুল কবির রিপন।
সোমবার বিকালে মেহেরপুর শহরের নতুনপাড়ার মোড়ে প্রকাশ্যে পিটিয়ে আহত করেছেন বলে অভিযোগ করেছে সাবেক স্ত্রী শারমিন আক্তার মিষ্টি।

শারমিন আক্তার মিষ্টি মেহেরপুর শহরের থানা পাড়ার আব্দুল আওয়াল খোকনের মেয়ে।
মিষ্টি তার অভিযোগে বলেন, এর আগেও তার আরও একটি স্ত্রী ছিল। সে স্ত্রীও তার খারাপ আচরণ সহ্য করতে না পেরে রিপনকে তালাক দিয়ে চলে যায়। পরে আমাকে জোর করে ২০১৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর বিয়ে করে। বিয়ের পর থেকে বিভিন্নভাবে আমাকে নির্যাতন করে আসছে। এছাড়াও সে বেশ কিছু মেয়ের সাথে পরকিয়ায় জড়িত। আমি প্রতিবাদ করতে গেলে মারধর করে। তার বাবা- মাও বিষয়টি জানে, কিন্তু কিছুই বলেনা। উল্টো আমার উপর তারাও নির্যাতন করে। এই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে দিনদশেক আগে আমি রিপনকে তালাক দিয়েছি। এরপর থেকে রিপনের ভয়ে আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু সোমবার বিকালে মেহেরপুর নতুন পাড়ার মোড়ে আমাকে দেখে চোখে মুখে কিল ঘুষি মেরে মারাত্মক জখম করে। স্থানীয়রা উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় কাউন্সিলর মঞ্জুরুল কবির রিপনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের এর প্রস্তুতি চলছে।
এ বিষয়ে কাউন্সিলর সৈয়দ মঞ্জুরুল কবির রিপন মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, তার স্ত্রী মিষ্টি মানসিক রোগী। সে নিজের ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে চাই। যে কারণে তার বাবা-মাও তার প্রতি বিরক্ত। আর সে অভিযোগ করেছে তা মিথ্যা। সে পড়ে গিয়ে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে।

গাংনীর সাব-রেজিস্টার বগুড়ার আলোচিত কিশোরী অর্থি’র পাশে

ঈদের দু’দিন আগের কথা। বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সোস্যাল মিডিয়াতে অর্থি নামের এক কিশোরী তার দাদার সাথে বগুড়ার ঘোড়াধাপ হাটে পরিবারে পালিত প্রিয় নবাব নামের একটি গরু বিক্রয়ের সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। নবাব-(গরুটিকে) জড়িয়ে ধরে কান্নার প্রকাশিত ছবি ভাইরাল হয় বিভিন্ন মাধ্যমে। ছবিটি তুলেছিলেন রাফিদ ইয়াসির নামে স্থানীয় এক ফটো সাংবাদিক। মানুষের সাথে একটি গৃহপালিত পশু (নবাব) ভালবাসা মুগ্ধ করে দেশ-বিদেশের মানুষকে। নবাবকে বিক্রি করায় কিশোরী অর্থি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়।

সারাদিন কান্না করে অসুস্থ্য হয়ে পড়ে অর্থি। তার চাওয়া বিক্রি হওয়া নবাব-কে তার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। অভাবের সংসারে অর্থির পিতা আকরাম আলী ১ লাখ ৪৭ হাজার টাকায় নবাব (গরু) টিকে বিক্রি করেন স্থানীয় গরু ব্যাবসায়ীর কাছে। এমন খরব ও ছবি এবং কিশোরীর মমতাবোধ দেখে অর্থির মনের শূন্যতা কৈশোরে ফিরিয়ে নিয়ে যায় গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানাকে। অর্থির নবাব-বিরহে শামিল হতে সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা তার নিজস্ব ফেসবুক ওয়ালে অর্থিকে খুঁজে পেলে একটি গরুর বাছুর উপহার দেবার স্ট্যাটাস দেন। ফেসবুক ওয়ালে লেখা পোস্টটি ভাইরাল হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে ফটোসাংবাদিক রাফিদের খোঁজ মেলে। ফটো সাংবাদিক রাফিদ অর্থিকে খুঁজে দিতে সহায়তা করেন গাংনীর সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানাকে।

ততক্ষণে প্রথম আলো ট্রাস্ট তাকে একটি বাছুর গরু যার নাম ছোট নবাব উপহার দেয়। অর্থির জন্য যে সমবেদনা তা পাশ কাটিয়ে থাকতে পারেনি গাংনীর সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা। রাফিদের কাছে ঠিকানা নিয়ে ছুটে যাই অর্থির বাড়ি বগুড়া সদর উপজেলার হাজরা দিঘি গ্রামে। আশরাফি সুলতানা অর্থি (৯) বগুড়া সদর উপজেলার নুনগোলা ইউনিয়নের হাজরাদিঘি গ্রামের আকরাম হোসেনের মেয়ে ও হাজরাদিঘি সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের ৩য় শেনীর ছাত্রী। অর্থির লেখা পড়ার খরচসহ তার হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেন মাহফুজ রানা। অর্থের অভাবে অর্থিও লেখাপড়া যেন বিগ্নীত না হয় সে বিষয়ে সার্বক্ষনিক খোঁজ নেন তিনি।

মোবাইল ফোনে অর্থির বাবা আকরাম আলীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ছোট বেলা থেকেই নবাব-কে খেলঅর সাথি হিসেবে ভালবাসতো অর্থি। নবাবের শুন্যতা অর্থির মন থেকে মুছতে পারছিনা। দেশ বিদেশ থেকে অনেকেই ফোনে শান্তনা দিচ্ছে। গাংনী থেকে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে আমার বাড়িতে মাহফুজ রানা এসেছেন এটা অনেক পাওয়া। তিনি যেমন মানবিক হয়ে ছুটে এসেছেন আমার মেয়ে অর্থিকে শান্তনা সহায়তা দিতে আমিও আশাকরি আমার মেয়ে বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষের পাশে থাকবে। মর্মাহত অর্থি কান্না জড়িত কণ্ঠে জানায়,আমি চেষ্টা করেও নবাবকে ভুলতে পারছিনা। মাহফুজ রানা স্যারকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানায়।

গাংনী সাবরেজিস্টার মাহফুজ রানা বলেন, অর্থিও ঘটনাটি জানতে পেরে আমি খুবই কষ্ট ও ব্যাথিত হয়েছি। তার এই ঘটনা আমাকে আমার শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। তাই ছুটে গিয়েছি অর্থি’র কাছে। আমি আশা করি অর্থি একদিন মানুষকে সেবা করবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এ বিষয়ে গাড়াবাড়ীয়া জান্নাতুল মাওয়া ঈদগাহ ময়দানের সভাপতি রেজাউর রহমান জানান, আমাদের ঈদগাহ ময়দানের মিনারের সাথেই এই খামারটি স্থাপন করছেন যা আমাদের ঈদের নামাযের ব্যাঘাত ঘটাবে। এবং ঈদগাহ ময়দানের প্রাচীর সহ আশেপাশে গরু ছাগলের মলে দুর্গন্ধ সহ নোংরা সৃষ্টি হবে। তাই আমরা উপজেলা প্রসাশন বরাবর একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ তদন্ত করে গেছেন।

এ বিষয়ে খামারের মালিক ধনী উল্লাহ বলেন, বেশি গরু পালনের সিদ্ধান্ত নেই। কোন রকম খামার টি কষ্ট করে দাঁড় করাচ্ছি। পরে আমার জমির এরিয়ায় উচা করে ঘিরে নিলে কোন রকমই দুর্গন্ধ ছড়াবে না।

তার জমির নিজস্ব কোন পথ আছে কি জিজ্ঞেস করলে বলেন নেই। তবে জানান খেলার মাঠের উপর দিয়েই আমরা বর্তমানে চলাচল করছি।

মেহেরপুরে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে সোহেল রানা নামের একজন। সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সোহেল রানা মেহেরপুর সদর উপজেলার টেংরামারী গ্রামের আব্দুর রশিদ মন্টুর ছেলে।

সংবাদ সম্মেলনে সোহেল রানা বলেন, গত ১৪ আগষ্ট মেহেরপুর নিউজ ও ১৫ আগষ্ট দৈনিক মাথাভাঙ্গা প্রত্রিকায়“ সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যানের মোবাইল ফোনে চাঁদাবাজির অভিযোগ” শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ হয়। যা সম্পুর্ন মিথ্যা ও বানোয়াট।

আমাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য একটি মহল সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে। আমি এই সংবাদের তিব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

হারদী ইউনিয়ন যুবলীগের জাতীয় শোক দিবস পালন

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন যুবলীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু’র ৪৫ তম মৃত্যু বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়েছে। গতকাল ১৬ আগস্ট বিকেলে হারদী মীর সামসুল আহম্মেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা শাহানুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু। তিনি বলেন, ১৫ আগস্ট দেশের কিছু মীর জাফর বিশ্বাস ঘাতক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। এখনও সেই বিশ্বাস ঘাতকরা আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের সচেতন হতে হবে।

আওয়ামী লীগের সভনেত্রী প্রধান মন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। সেদিক মাথায় রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের কান্ডারী নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।
আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা তপনের পরিচালনায় আরো বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় যুবলীগ সাবেক নেতা মাসুদ মোস্তাফিজ, জেলা যুবলীগের সদস্য হাফিজুর রহমান হাকু, আজাদ ও শুভ।

স্বাগত বক্তব্য রাখে উপজেলা ছাত্রলীগের নেতা ইসতিয়াজ মিজান নিপ্পন, হারদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল হামিদ, যুবলীগ নেতা শেখ শাহিনুর রহমান, হারুন- অর-রশিদ, হিরোক মেম্বার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা রুবেল, হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

আওয়ামী লীগ নয়, উঠে এসেছেন বিএনপি পরিবার থেকে

নিজেকে আওয়ামী লীগ পরিবারের সদস্য পরিচয় দেওয়া এবং সরকারের ওপর মহলের নেতাদের সাথে গভীর সখ্য রয়েছে এমন প্রচারনা চালিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সবার কাছে চরম স্বেচ্ছাচারি হয়ে ওঠা আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের পারিবারিক ইতিহাস জানা গেছে। তিনি আসলে আওয়ামী লীগ পরিবার থেকে নয়, বরং জন্মগতভাবে বিএনপি পরিবার থেকে উঠে এসেছেন বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মামুন বাবরের পিতা বাবর আলী ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার একটি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছিলেন। মামুন বাবর মিরোজের বড় ভাই হুমায়ুন বাবর ফিরোজ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির তৎকালীন এমপি শৈলকূপার আব্দুল ওহাবের সাথে পারিবারিক গভীর সম্পর্ক ছিল মামুন বাবর মিরোজের পিতা বাবর আলীর। তাদের গ্রামের বাড়ি শৈলকূপা উপজেলার হাটফাজিলপুর বাজারের পাশের ক্রিপালপুর গ্রামে। এই গ্রামটি আবাইপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত। বিএনপির এমপি আব্দুল ওহাবের হাত ধরে মামুন বাবরের পিতা বাবর আলী আবাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

বিএনপির নেতা বাবর আলীর দুই ছেলে। বড় ছেলের নাম হুমায়ুন বাবর ফিরোজ আর ছোট ছেলে মামুন বাবর মিরোজ। বড় ছেলে হুমায়ুন বাবর ফিরোজ ৯৪ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। এর কিছুদিন আগে বাবর আলী ক্রিপালপুর গ্রাম ছেড়ে শৈলকূপা পৌর শহরের কবিরপুরে বাড়ি ভাড়া নেন। এই কবিরপুরেই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে রয়েছে ‘এমপি মার্কেট’ নামের একটি মার্কেট। মার্কেটটি বিএনপির এমপি আব্দুল ওহাবের মালিকানাধীন। এই মাকের্টের পাড়াতেই বাবর আলী বাড়ি ভাড়া করে বসবাস করতে থাকেন।

বাবর আলীর বড় ছেলে হুমায়ুন বাবর ফিরোজ এই বাড়ি থেকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতেন। এ সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের রাজনীতির সাথে ওতোপ্রতো সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। পারিবারিক রাজনৈতিক সাপোর্ট এবং শৈলকূপা উপজেলা বিএনপির দলীয়

সাপোর্ট পেয়ে ফিরোজ কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের রাজনীতিতে নিজের অবস্থান শক্তপোক্ত করে তোলেন। এরপর ৯৬ সালে তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে শক্ত শিবিরের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের অবস্থান পাকাপোক্ত করে তুলতে হুমায়ুন বাবর ফিরোজের অবদান স্বীকার করে অনেকে।

এরপর ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগের সরকার। বিএনপি পরিবার থেকে উঠে আসলেও ভোল পাল্টে ফেলেন মামুন বাবর মিরোজ। তিনি রীতিমত ভোল পাল্টে হয়ে যান বড় ছাত্রলীগার। পরে চাকুরীজীবনে হয়ে ওঠেন বড় আওয়াীলীগার। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করা মামুন বাবর মিরোজ চাকুরী পেয়ে যোগ দেন কুষ্টিয়ার মিরপুর সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে। আলমডাঙ্গার মত চরম হুমকি-ধামকি দিয়ে মিরপুরের মানুষজনকেও প্রথমে বশে আনতে চেষ্টা করেন মামুন বাবর।

সকালের অফিস বিকেলে যাওয়া শুরু করেন। তার এই অন্যায় রেওয়াজে প্রথম বাঁধ সাধেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা কামারুল আরেফীন। তিনি সরকারি নিয়মে অফিসে আসার বিষয়ে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরকে চরমপত্র দেন। কড়া হুশিয়ারিও দেন তিনি। এতেও কাজ না হলে তিনি সব সময়ের স্বেচ্ছাচারী মামুন বাবরকে জরুরী বদলী করার ব্যবস্থা করেন। মামুন বাবর এরপর যোগ দেন আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে।

আলমডাঙ্গায় যোগ দিয়ে তার স্বেচ্ছাচার শতগুনে বাড়িয়ে দেন। প্রধমে বয়োজোষ্ঠ্য দলিল লেখকদের ওপর চালাতে থাকেন নিপীড়ন। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন তাদেরকে। আলমডাঙ্গায় যোগ দিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই দলিল লেখকদের মাঝে তিনি হয়ে ওঠেন একজন হিংস্র অফিসার হিসেবে। এভাবে চলতে থাকায় দলিল লেখকরা সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। গড়ে তোলেন আন্দোলন। কিছুদিনের জন্য জমি কেনা-বেচা বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ পড়ে বিপাকে। এরপর এক রাজনৈতিক মধ্যস্থতায় এর সমাধান হয়।

সূত্র জানায়, আবারও পার পেয়ে যান মামুন বাবর। তিনি এবার তার স্বেচ্ছাচারিতা আরও কয়েকগুন বাড়িয়ে দেন। সকালের অফিস বিকেলে আসতে শুরু করেন। গ্রাম থেকে আসা শত শত নারী-পুরুষ দিনভর খেয়ে না খেয়ে মামুন বাবরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এই ভয়াবহ অনিয়মের প্রতিবাদ করলে তিনি আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতাদের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে প্রচার করতে থাকেন। তিনি জন্মগতভাবে আওয়ামী লীগ পরিবারের

সন্তান বলেও সবাইকে হুশিয়ারি করতে থাকেন। তিনি এমনও বলতে থাকেন,তাকে কোন ক্ষমতাই আলমডাঙ্গা থেকে বদলী করাতে পারবে না।

বছরের পর বছর এভাবে স্বেচ্ছাচারিতার মোড়কে নিজেকে ঢেকে চলতে থাকলে নজর পড়ে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব আলীর। তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলীকে সাথে নিয়ে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতাকে রুখে দিতে সচেষ্ট হন। সরকারি নিয়মে অফিসে আসতে তাকে তাগিদ দেওয়া হয়। দেওয়া হয় আল্টিমেটাম। কিন্ত উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের আল্টিমেটাম কোন কাজে আসেনি। বরং উপজেলার সর্বোচ্চ এই দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও বিশোদগার করতে থাকেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী জানান, সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের অনিয়মিত অফিস করা ও তার সরকারি চাকুরী বিধি লংঘন করার বিষয়ে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করতে উপর মহলে জানানো হবে।

আলমডাঙ্গায় জমি লিখে নেওয়ার অভিযোগে থানায় মামলা

আলমডাঙ্গার ঘোষবিলার ছেলে মালদ্বীপ প্রবাসী মিজানুর রহমানকে অপহরণ করে মুক্তিপণ হিসেবে বাড়ির জমি লিখে নেওয়ার পরও বিভিন্ন মাধ্যমে হুমকি দিয়ে আসছেন ঘোষবিলা গ্রামের মৃত বাদল উদ্দিনের ছেলে মাহিন উদ্দিন।

মিজানুরের মা কেঁদে কেঁদে জানান, মাহিন আমার বাড়ি এসে ভিডিও কলে দেখায় বিদেশে আমার ছেলেকে বেশ কয়েকজন গলায় ছুরি ধরে রেখেছে। এই দেখে কোন মায়ের মাথা ঠিক থাকতে পারে না। আমার ছেলেকে বাঁচাতে চাইলে জমি লিখে দিতে হবে। ছেলেকে বাঁচাতে মিজানুরের নামে সাড়ে ৫ শতক জমি আমাদের কাছ থেকে স্ট্যাম্প করে নেয়। এবং আমাদের হুমকি দিয়ে যায় এই কথা যদি কাউকে বলে তাহলে মালদ্বীপে আমার ছেলেকে বস্তায় পুরের নদীর পানীতে ভাসিয়ে দিবে।

বিদেশ বিভুই মালদ্বীপে কিডন্যাপের নাটক সাজিয়ে মুক্তিপণ হিসেবে গ্রামের ছেলের কাছ থেকে বাড়ির জমি লিখে নেওয়ার ঘটনায় ওই গ্রামটিতে তোলপাড় চলছে। একটু পুরানো হলেও ঘটনা থানা পর্যন্ত গড়ালে নতুন করে তা আলোচনায় আসে। আলমডাঙ্গার জামজামীর ঘোষবিলা গ্রামের মানুষের মুখে মুখে এখন মালদ্বীপের সেই বিশ্বাস ঘাতকতার গল্প।

জানা গেছে, ২০১৩ সাথে ঘোষবিলা গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে ছোট্ট দেশ মালদ্বীপে পাড়ি জমান। তাকে নিয়ে যায় একই গ্রামের সোহেল নামের একটি ছেলে। এরপর ঘোষবিলা গ্রামেরই মাহিন উদ্দিনের ছেলে শিলনও ২০১৬ সালে মালদ্বীপে যায়। একই গ্রামে বাড়ি হওয়ায় তারা মালদ্বীপে মিলেমিশেই থাকছিল। কিন্তু এরই মধ্যে মালদ্বীপ পবাসী ঘোষবিলা গ্রামের ছেলেদের মেলামেশায় ছন্দপতন ঘটে। টাকার লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে মিজানুর ও শিলন নামের দুজন। শিলন দাবি করতে থাকে সে মিজানুরের কাছে টাকা পাবে।

সূত্র মতে, পাওনা সেই টাকা নিতে শিলন এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। সে তার আরো ৭/৮ জন সঙ্গিকে নিয়ে মালদ্বীপের মাটিতেই মিজানুরকে অপহরণ করে। তারা এক পরিত্যাক্ত বাড়িতে মিজানুরকে নিয়ে গিয়ে গলায় চাকু ধরে ঘোষবিলায় তার পিতার কাছে ফোন করায়। ফোনে বলতে বাধ্য করায় যে কোন মূল্যে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা শিলনের পিতাকে দিয়ে দিতে। এর জন্য ২৪ ঘন্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়।

এদিকে, ২৪ ঘন্টায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দেখা দেয় মিজানুরের পিতার কাছে। তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। তবে মিজানুরের পিতার মহাবিপদে পাশে এসে দাড়ায় শিলনের পিতা নিজে। তিনি সমাধানের পথ বাতলে দেন। তিনি মিজানুরের পিতাকে বলেন, বাড়ির জমি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। শুধু তাই নয়, বাড়ির জমি কারা কারা কিনবে এবং দাম কত দিতে হবে সেটাও শিলনের পিতা নির্ধারণ করে দেয়।

ওই রাতেই শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন ঘোষবিলা গ্রামে এরশাদ, মহিবুল ও বাঙ্গালের স্ত্রীকে জমির ক্রেতা হিসেবে সনাক্ত করে। এই তিনজনই মালদ্বীপে অপহৃত মিজানুরের পিতার কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে বাড়ির জমি স্ট্যাম্প করে নেয়। কিন্তু এতেও সাড়ে তিন লক্ষ টাকার দাবি মেটেনি। কারন জমির ক্রেতা ওই তিনজন দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকার বেশী দিতে রাজি হননি। বাকি এক লক্ষ ঊনিশ হাজার টাকা মিজানুর মালদ্বীপে এরওর কাছ থেকে ধারদেনা করে পরিশোধ করেই তারপর

মুক্তি পায়।

মিজানুরের পিতা আনিছুর রহমান জানান, শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন তার বাড়িতে এসে মোবাইলের ভিডিও কলে দেখান মিজানুরের অপহরণের দৃশ্য। তার ছেলের গলায় চাকু ধরে রাখা হয়েছে। টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে বাড়ির জমি বিক্রি করে টাকা দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই সুব্রত জানান, মুক্তিপণ হিবেসে জমি লিখে নেওয়ার একটি অভিযোগপত্র আমার কাছে আছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।